মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিন সেনা বের করে দেওয়া হবে: হিজবুল্লাহ

লেবাননের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হিজবুল্লাহর মহাসচিব সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ বলেছেন, ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি’র কুদস ফোর্সের সাবেক কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল কাসেম সোলাইমানি হত্যার পর মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল থেকে মার্কিন সেনা বহিষ্কারের দাবি দিনদিন জোরালো হয়েছে। এটি হচ্ছে জেনারেল সোলেমানিকে কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা করার পর অন্যতম প্রতিক্রিয়া।

জেনারেল কাসেম সোলাইমানির হত্যার প্রথম বার্ষিক উপলক্ষে লেবাননের রাজধানী বৈরুত থেকে দেওয়া এক বক্তৃতায় হাসান নাসরুল্লাহ এসব কথা বলেন।

গত বছরের ৩ জানুয়ারি বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনী ড্রোন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে জেনারেল সোলাইমানিকে হত্যা করে। ওই হামলায় ইরাকের পপুলার মোবিলাইজেশন ইউনিট বা হাশদ আশ-শাবির সেকেন্ড ইন কমান্ড আবু মাহদি আল-মুহান্দিসসহ আরো কয়েকজন সঙ্গী নিহত হন। হত্যাকাণ্ডের পরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দম্ভভরে ঘোষণা করেন যে, তার সরাসরি নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে।

হাসান নাসরুল্লাহ রবিবারের বক্তৃতায় বলেন, জেনারেল সোলাইমানি ছিলেন একজন বীর এবং আত্মোৎসর্গ, আনুগত্য ও নিপীড়িত জনগণকে রক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইকন।

আমেরিকা, ইসরায়েল এবং অন্য ষড়যন্ত্রকারী দেশগুলোকে উদ্দেশ করে হিজবুল্লাহ মহাসচিব বলেন, “যখন তোমরা আমাদের নেতাদের হত্যা কর তখন আমরা আমাদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে আরও বেশি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হই। যারা মনে করে হত্যা, যুদ্ধ এবং গাড়িবোমা হামলা চালিয়ে আমাদেরকে দুর্বল করা তারা আসলে কল্পনার জগতে রয়েছে। আমেরিকা মনে করেছিল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করে ইরান এবং প্রতিরোধ ফ্রন্টকে দুর্বল করে যাবে কিন্তু আমরা হচ্ছি সেই যোদ্ধা যারা হুমকিকে সুযোগে পরিণত করতে জানে।”

হাসান নাসরুল্লাহ বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে চরম উত্তেজনা চলছে এবং

পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে মূল উদ্বেগ বিরাজমান। সোলাইমানির শাহাদাতের বার্ষিকীতে ইহুদিবাদী ইসরাইল ইরানের প্রতিশোধের ভয়ে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রয়েছে। প্রতিরোধ ফ্রন্ট সবসময় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানাবে। এ ক্ষেত্রে ইরান নিজেই তার প্রতিশোধ নেবে; তেহরানের সে শক্তি এবং সক্ষমতা আছে। এজন্য কোনো আলাদা সহযোগী দরকার নেই। যদি এই অপরাধের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে ইরানের মিত্ররা নিজেরাই তাদের সিদ্ধান্ত নেবে।”

দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাকাতের গুলিতে বাংলাদেশি ব্যবসায়ী নিহত

দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাকাতের গুলিতে নজরুল ইসলাম নামের এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন।

স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার (২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় দেশটির নর্থ ওয়েস্ট প্রদেশের ক্লার্সড্রপ শহরসংলগ্ন এলাটন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নজরুলের বাড়ি নোয়াখালীতে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লার্সড্রপ শহরে একটি দোকান পরিচালনা করতেন।

জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে একদল ডাকাত নজরুলের দোকানে প্রবেশ করলে নজরুল তাদেরকে বাধা দেন। ডাকাতদলের সদস্যরা নজরুলের কপালে তিন রাউন্ড গুলি করলে ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনি।

‘মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিনিদের বিতাড়িত করাই হবে আমাদের প্রতিশোধ’

ইরান বলেছে, শহীদ সোলাইমানিকে হত্যার ব্যাপারে সেদেশের কঠোর প্রতিশোধ হবে মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিন সেনাদের বিতাড়িত করার জন্য সংগ্রাম করা। তেহরান আরো বলেছে, এ অঞ্চলের দেশগুলোকে আমেরিকার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের হাত থেকে মুক্তি দিতে হবে। ইরানের নীতি নির্ধারণী পরিষদের সচিব ও আইআরজিসি’র সাবেক কমান্ডার মোহসেন রেজায়ি শনিবার তেহরানে এক বক্তব্যে এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

তিনি বলেন, বাগদাদে জেনারেল সোলাইমানিকে হত্যার বিচার করার পথ সুগম করতে ইরান ও ইরাকের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীদের সমন্বয়ে একটি যৌথ আইনজীবী কমিশন গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, “আমরা এ অঞ্চল থেকে আমেরিকাকে বহিষ্কারের জন্য সংগ্রাম করব ঠিকই সেইসঙ্গে শহীদ সোলাইমানি হত্যার বিচারের বিষয়টি নিয়েও ইরান ও ইরাক সরকারকে আইনি পথে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাতে হবে।”

মোহসেন রেজায়ি বলেন, মধ্যপ্রাচ্য থেকে সন্ত্রাসীদের মূলোৎপাটন করে এ অঞ্চলের জনগণের জন্য শান্তিপূর্ণ জীবন উপহার দেয়ার লক্ষ্যে জেনারেল সোলাইমানি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ইরানের এই পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা আরো বলেন, যখন উগ্র জঙ্গি গোষ্ঠী দায়েশকে (আইএসকে) কোনো শক্তি বা সরকারের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না তখন জেনারেল সোলাইমানি এই জঙ্গি গোষ্ঠীকে দমন করেন। সূত্র : পার্সটুডে।

কাশ্মীরে পাকিস্তানি সেনার

গুলিতে ভারতীয় সেনা নিহত

নতুন বছরের প্রথম দিনেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উপর গোলা বর্ষণ করে পাকিস্তান। এ হামলায় জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরির নিয়ন্ত্রণরেখায় ভারতীয় রেজিমেন্টের এক সেনা নিহত হয়। এ নিয়ে গতকাল শনিবার শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত উত্তেজনা বিরাজ করে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে। খবর হিন্দুস্তান টাইমস এর।

ভারতীয় সেনাবাহিনী সূত্র বলছে, গত শুক্রবার বেলা প্রায় সাড়ে ৩টা থেকেই সংঘর্ষবিরতি লংঘন করে পাকিস্তান। সীমান্তের ওপার থেকে ভারতীয় সেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে আক্রমণ চালিয়ে বসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। রাজৌরির নৌশেরা সেক্টরে এদিন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি চলে।

ভারতের অভিযোগ, বিনা প্ররোচনায় গোলা বর্ষণ শুরু করে পাকিস্তান। গোলাগুলির পাশাপাশি ভারতীয় সেনাদের লক্ষ্য করে মর্টার শেলও ছোঁড়ে তারা। তবে পাকিস্তানের আঘাতের পাল্টা জবাব দেন ভারতীয় সেনারা। উভয়পক্ষের সংঘর্ষ চলাকালীন সীমান্তের ওপার থেকে ছুটে আসা এক গোলার আঘাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ওই সেনা সদস্য।

যে পরিণতির ভয়ে পারস্য উপসাগরে সামরিক তৎপরতা বাড়িয়েছে আমেরিকা, জানাল ইরান

ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর প্রধান কমান্ডার মেজর জেনারেল হোসেইন সালামি বলেছেন, জেনারেল সোলাইমানিকে হত্যা করে আমেরিকা যে ভুল করেছে তার পরিণতির ভয়ে ওয়াশিংটন গত কয়েকদিনে পারস্য উপসাগরে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ইরান মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার যেকোনও উসকানিমূলক তৎপরতার জবাব দিতে পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।

জেনারেল সোলাইমানি নিহতের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার তেহরানে এক অনুষ্ঠানে আইআরজিসির প্রধান কমান্ডার বলেন, প্রতিরোধ আন্দোলনের এই বীর সেনানীর হত্যাকাণ্ডে বিশ্বের মুসলিম তরুণ সমাজের অন্তরে আমেরিকার প্রতি তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে। আর তাদের সেই ঘৃণা আমেরিকার জন্য চরম দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। জেনারেল সালামি বলেন, আমেরিকা যে সামরিক উসকানি সৃষ্টির চেষ্টা করছে তা সেই দুঃস্বপ্নের ফসল।

ইরানের কুদস ফোর্সের সাবেক কমান্ডার লে. জেনারেল কাসেম সোলাইমানির হত্যাকাণ্ডের এক বছর পূর্তিকে সামনে রেখে সম্প্রতি ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে গেছে।

গত বুধবার আমেরিকার পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম দু’টি বি-৫২ বোমারু বিমান আমেরিকা থেকে আকাশে উড়ে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে টহল দিয়ে আবার আমেরিকায় ফিরে গেছে। ওয়াশিংটন ঘোষণা করেছে, ইরানকে সতর্ক করার জন্য এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, গত সপ্তাহে পরমাণু শক্তিচালিত একটি মার্কিন সাবমেরিন পারস্য উপসাগরে অনুপ্রবেশ করেছে; যদিও সম্প্রতি মার্কিন বিমানবাহী রণতরী নিমিত্য ও এর সহযোগী যুদ্ধজাহাজের বহর এ অঞ্চল থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পেন্টাগন।

এক বছরে ১২ হাজার ২৩৪ বার টুইট করে সব রেকর্ড ভাঙলেন ট্রাম্প!

টুইটের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই নিজের সব রেকর্ড ভেঙে ফেললেন। তিনি ২০২০ সালে ১২ হাজার ২৩৪ বার টুইট করেন। আগের বছর এ সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ৭৮৩। সারাবিশ্বে ব্যক্তিগত টুইটে ওই বছর সর্বোচ্চ রেকর্ড ছিল তার। এবারের রেকর্ডটিও ট্রাম্পেরই। এ জন্যে তাকে ‘টুইটার ট্রাম্প’ হিসেবে অভিহিত করছেন কেউ কেউ।

গত বছর ট্রাম্পের টুইট শুরু হয় ১ জানুয়ারি স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৩২ মিনিটে বাগদাদ দূতাবাস থেকে ইরান সমর্থিত মিলিশিয়াকে সরিয়ে

নিতে ফক্স টিভির একটি নিউজ উদ্ধৃত করে।

ট্রাম্পকে অপসারণের ট্রায়াল দিয়ে বছরটি শুরু হয়েছিল। তবে সেই ট্রায়ালে তাকে শাস্তি দেওয়া অর্থাৎ হোয়াইট হাউজ থেকে অপসারণ করা সম্ভব হয়নি রিপাবলিকানদের কারণে। একইভাবে সাধারণ নির্বাচনে গণরায়ে পরাজিত হয়েও তিনি তা মেনে নিতে চাচ্ছেন না।

বছরের শেষ টুইটটি ছিল স্টক মার্কেটে তেজিভাব আসা এবং এর ফলে পেনশন নিয়ে আমেরিকানদের মধ্যে সৃষ্ট শঙ্কার অবসান ঘটবে বলে মন্তব্যে। অর্থাৎ ‘যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি তেজিভাব দেখা দেয় স্টক মার্কেটে’-এমন অভিমত পোষণ করে বছরের শেষ টুইট করেন তিনি।

এ টুইট করেন গত ৩১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত ১০টা ৪৪ মিনিটে।

ট্রাম্পের টুইটার আর্কাইভের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর তিনি টুইট ও রি-টুইট করেছেন ১২,২৩৪ বার, যা আগের বছরের চেয়ে অনেক বেশি। এর আগের বছর তথা ২০১৯ সালে তিনি টুইট করেন ৭,৭৮৩ বার টুইট করেন। ২০১৮ সালে করেছিলেন ৩,৫৫৬ বার। ২০১৭ সালে ২,৫৯৩ এবং ২০১৬ সালে করেছিলেন ৪,২২২ বার।

গত বছরের ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে নিজের মতামত প্রচারের ক্ষেত্রে টুইটকে অন্যতম অবলম্বনে পরিণত করেন ট্রাম্প।

লকডাউন অমান্য করায় কানাডায় মন্ত্রীর পদত্যাগ

লকডাউন অমান্য করে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে বেড়াতে গিয়েছিলেন কানাডার ওন্টারিও প্রদেশের অর্থমন্ত্রী রড ফিলিপস।

এর জের ধরে পদত্যাগ করেছেন তিনি। প্রদেশটির প্রিমিয়ার এক ঘোষণায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। খবর বিবিসির।

তবে এ ঘটনার জন্য ক্ষমা চান ফিলিপস এবং বলেন, এ ভ্রমণ ছিল বড় ধরনের ভুল।

প্রদেশের প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ড জানান, তার সরকার দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি পূরণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। যার ফলে পদত্যাগ করতে হয়েছে ফিলিপসকে।

করোনা সংক্রমণে নতুন রেকর্ড হওয়ায় কানাডার সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশটির সরকার বাসিন্দাদের অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করেছিল।

কিন্তু প্রোগ্রেসিভ কনজারভেটিভ পার্টির সদস্য ফিলিপস ব্যক্তিগত সফরে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিলেন। ১৩ তারিখ সেন্ট বার্টসে গিয়ে বৃহস্পতিবার ফিরে আসেন।

বড় দিন ও ইংরেজি নববর্ষের ছুটির দিনে ওন্টারিওর স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা প্রদেশটির বাসিন্দাদের ঘরের বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল।

মুকেশ আম্বানিকে পেছনে ফেলে এশিয়ার শীর্ষ ধনী চীনের ঝং শানশান

ভারতের রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুকেশ আম্বানি আর এশিয়ার শীর্ষ ধনী ব্যক্তি নন। মুকেশ আম্বানিকে পেছনে ফেলে এশিয়ার শীর্ষ ধনী হলেন চীনের ঝং শানশান। ভ্যাকসিন ম্যাগনেট এবং চীনের বৃহত্তম বোতলজাত জল সংস্থা নংফু স্প্রিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ঝং শানশান।

ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার ইনডেক্স অনুসারে, ঝংয়ের মোট সম্পদ এই বছর ৭০.৯ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৭.৮ বিলিয়ন ডলার। তিনি বিশ্বের একাদশতম ধনী ব্যক্তি। ‘লোন ওল্ফ’ নামে খ্যাত ৬৬ বছরের ঝং শানশান নিজের ব্যবসা শুরুর আগে নির্মাণকর্মী, সংবাদপত্রের

প্রতিবেদক, ওষুধ প্রস্তুতকারক এবং পানীয় সংস্থার এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছেন।

চীনে সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় হাঙ্গজুতে জন্ম নেওয়া ঝাংয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। ২০২০ সালের এপ্রিলে ঝং-নিয়ন্ত্রিত বেইজিং ওয়ান্টাই বায়োলজিক্যাল ফার্মাসি সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত হয়। নংফু স্প্রিংয়ের শেয়ার হংকং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হওয়ার পরে এ বছরের সেপ্টেম্বরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নংফুর শেয়ার প্রায় ১৫৫ শতাংশ বেড়েছে।

নংফু স্প্রিংয়ের লাল-ক্যাপযুক্ত বোতল ছোটো ছোটো দোকান থেকে বড় হোটেলে বিক্রি হয়। বেইজিং ওয়ানটাই বায়োলজিক্যালের শেয়ার বেড়েছে ২০০০ শতাংশের বেশি। বিশ্বে করোনার ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি হল বেইজিং ওয়ান্টাই বায়োলজিক্যাল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বোতলজাত জল সংস্থার শেয়ার বাজারের তালিকা এবং একটি ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারকের সিংহভাগ অংশীদারিত্ব ঝং শানশানের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। তার সংস্থা পানি ছাড়াও চা, রস এবং স্বাদযুক্ত ভিটামিন পানীয় বিক্রি করে। সূত্র: ব্লুমবার্গ।

হংকংয়ের ১০ কর্মীর কারাদণ্ড দিয়েছে চীন

সমুদ্র থেকে গ্রেফতার হংকংয়ের ১০ কর্মীকে ৭ মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছে চীন। আজ বুধবার দুপুরে বিবিসি অনলাইন এ খবর প্রকাশ করেছে।

গত আগস্টে হংকং থেকে তাইওয়ান নৌকাযোগে পালিয়ে যাওয়ার সময় ১২ অধিকার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে এক জনকে তিন বছর, অপর একজনকে দুই বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আটজনকে আট মাস কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ১৭ ও ১৮ বছর বয়সী ২ জনকে হংকংয়ের পুলিশের কাছে

ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গত জুনে বেইজিংয়ে কঠোর নিরাপত্তা আইন পাশ করা হয়। এজন্য হংকংয়ের ওই অধিকার কর্মীরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলে জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের ঘোষণায় ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি রাশিয়ার

রাশিয়ার সঙ্গে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ‘নয়া স্টার্ট’ চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের অস্বীকৃতির তীব্র সমালোচনা করেছেন রুশ উপ প্রতিরক্ষামন্ত্রী আলেক্সান্ডার ফোমিন। একইসঙ্গে ইউরোপে ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করার যে সিদ্ধান্ত ওয়াশিংটন নিয়েছে তারও নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। এসব মার্কিন পদক্ষেপের ‘উপযুক্ত পাল্টা পদক্ষেপ’ নেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন ফোমিন।

রুশ দৈনিক ‘রোসিসকায়া গ্যাজেটা’কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল ফোমিন আরো বলেন, রাশিয়া ‘নিউ স্টার্ট’ চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে এবং একইসঙ্গে কৌশলগত স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন চুক্তি সই করার জন্য ওয়াশিংটনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

রুশ উপ প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, আমেরিকার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই ইস্যুতে সেদেশের নীতিতে পরিবর্তনের বিষয়টি উড়িয়ে দিতে পারি না। মার্কিন সরকার অন্যান্য বিষয়কে অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলে এই চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

আলেক্সান্ডার ফোমিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, “আমেরিকা যদি আমাদের আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয় এবং ইউরোপে ক্ষেপণাস্ত্র

মোতায়েন শুরু করে তাহলে আমরা উপযুক্ত পাল্টা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো।”

আমেরিকার ও রাশিয়ার মধ্যকার কৌশলগত পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ‘স্টার্ট-টু’ বা ‘নয়া স্টার্ট’ চুক্তির মেয়াদ যখন শেষ হতে যাচ্ছে তখন জেনারেল ফোমিন এ বক্তব্য দিলেন। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি এ চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। ২০১০ সালে প্রাগে ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে এ চুক্তি সই হয়েছিল।

২০২১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তা কোনো পূর্বশর্ত ছাড়াই আরো পাঁচ বছরের জন্য নবায়ন করার আহ্বান জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন সরকার বলেছে, এ চুক্তির আওতা সম্প্রসারণ করতে হবে এবং চীনকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপক্ষীয় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি সই করতে হবে।